তারিখ ২৬/৭/২০০০
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

দৈনিক সংবাদ

সম্পাদকীয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিষ্কার করে বলবেন কি?

বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিষ্কার করা দরকার নয় কি? প্রশ্ন উঠেছে কলেজ পর্যায়ে মানবিক বিভাগ খোলার ব্যাপারে এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? ঘটনাটি ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজকে নিয়ে ঘটলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য থেকে প্রশ্নটি সাধারণভাবে উঠে এসেছে। সরকারের কাছ থেকে কোন আর্থিক অনুদান না নেয়ার অঙ্গীকার দেয়া সত্ত্বেও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখার একাদশ শ্রেণীতে মানবিক বিভাগ খোলার অনুমতি দিচ্ছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু স্থানীয় প্রভাব ও তদবিরে এমপিওভুক্ত কলেজগুলো মানবিক বিভাগ খোলার অনুমতি পেয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি যে ঘোলাটে কিংবা অস্পষ্ট আমাদের দৈনিকে প্রকাশিত খবর থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে। সমস্যায় পড়েছেন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ। '৯৮-৯৯ সেশনে বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগ খোলা হয় এখানে। যথারীতি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরু করে। '৯৯-এর আগস্টে শিক্ষা বোর্ড কলেজ কর্তৃপক্ষকে বাণিজ্য বিভাগ খোলার অনুমতি দেয় এবং মানবিক বিভাগ খোলার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের আপত্তি রয়েছে বলে জানিয়ে দেয়। যদিও মানবিক বিভাগ খোলার মতো সমস্ত শর্তই এখানে পূরণ করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থায় মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অন্যত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন।

পরবর্তী সময়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ মানবিক বিভাগ খোলার জন্যে বোর্ডের কাছে পুনরায় আবেদন করেন। ভবিষ্যতে কলেজ এমপিওভুক্ত হবে না এবং কোন সরকারি আর্থিক সহায়তা নেবে না— এ মর্মে বোর্ড অঙ্গীকার চায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে অনুরূপ অঙ্গীকারনামা দেন। বোর্ড কলেজে মানবিক বিভাগ খোলার জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অনুরোধ জানায়। মন্ত্রণালয় আবারো অনুমতি না দেয়ার কথা জানিয়ে দেয়। তাহলে বেসরকারি কলেজে মানবিক বিভাগ খোলার নীতিমালা কি? খবরে বলা হয়েছে এমপিওভুক্ত কলেজগুলোতে নাকি মানবিক বিভাগ চালু হতে বাধা নেই। গত ২ বছরে ঢাকা বোর্ড থেকে প্রায় ৫০টিরও বেশি বেসরকারি কলেজ মানবিক বিভাগ খোলার অনুমতি পেয়েছে, যার অধিকাংশ কলেজ হচ্ছে ক্ষমতাধর ব্যক্তি অথবা তাদের আত্মীয়স্বজনের নামে। এসব কলেজের অধিকাংশ এমপিওভুক্ত। ফলে সরকারি কোষাগার থেকে মোটা অংকের অনুদানও চলে যাচ্ছে। আর ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ কোন অনুদান না নেয়ার অঙ্গীকার করেও মানবিক বিভাগ খোলার অনুমতি না পাওয়ার কারণ কি হতে পারে? আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য দাবি করছি।